

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৮ মার্চ ২০২৩

শত শিশু-কিশোরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন

অসংখ্য শিশু-কিশোরের মিলনমেলায় মুখরিত বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন, ম্যানচেস্টারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে রঙ তুলির আঁচে ও নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও স্মরণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন, ম্যানচেস্টারের প্রাঙ্গণে ম্যানচেস্টার এবং এর আশে-পাশের বিভিন্ন শহর থেকে শতাধিক শিশু-কিশোর সমাবেত হয়েছিল। ‘স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন’ স্লোগানে উদ্ভূত হয়ে বৃটিশ-বাংলাদেশী শিশু-কিশোররা দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণবন্ত সময় কাটিয়েছে।

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, আদর্শ ও দর্শন আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন ম্যানচেস্টার, কুইজ প্রতিযোগিতা, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের উপর তাৎক্ষণিক জ্ঞান ও বঙ্গবন্ধুর স্কেচ আয়োজনসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পুরো অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল বৃটিশ-বাংলাদেশী শিশু-কিশোরদের মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সহকারী হাই-কমিশন প্রাঙ্গণে বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গ এবং শিশু-কিশোররা কেক কেটে অনুষ্ঠানের আরম্ভ করে। সহকারী হাই-কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসানের বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর সম্যক জ্ঞান প্রদানের জন্য আগত শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ঘুরে দেখান। বঙ্গবন্ধুর অদম্য নেতৃত্ব এবং কোমল হৃদয়-এই দুয়ের সম্মিলনে কীভাবে তিনি শেখ মুজিব থেকে একটি জাতির পিতায় পরিণত হলেন, সে কাহিনী গল্পের মতো করে শোনান। তিনি বলেন যে, দেশ ও জাতির সর্বোচ্চ কল্যাণার্থে বঙ্গ কঠিন সিদ্ধান্ত আবার একই সঙ্গে শিশু সুলভ সারল্য কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই ধারণ করেছিলেন বলে তিনি কোটি বাঙালীর হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পেরছিলেন আর ইতিহাস তাঁকে দিয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর স্থান।

দু’পর্বে আয়োজিত এ উদযাপনের প্রথম পর্বে ১৭ মার্চ তারিখ বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, বাণী পাঠ, আলোচনা, ভিডিওচিত্র প্রদর্শন ও মোনাজাত করা হয়। দ্বিতীয় তথা মূল পর্বে ১৮ মার্চ তারিখ ম্যানচেস্টারস্থ বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং শত শিশু-কিশোরদের সহযোগে কুইজ, সাধারণ জ্ঞান, তাৎক্ষণিক বক্তব্য, বঙ্গবন্ধু লাইব্রেরী ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন, পুরস্কার বিতরণ, কেক কাটা, আলোচনা, মোনাজাত ইত্যাদি সম্পাদিত হয়।

ম্যানচেস্টার
১৮ মার্চ

‘মুজিববর্ষের কূটনীতি, প্রগতি ও সম্প্রীতি’
‘Mujib Year’s Diplomacy, Friendship & Prosperity’

